

করোনাকালের বেতন-ফি মওকুফ করো

শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ-সাম্প্রদায়িকীকরণের চক্রান্ত রুখো

৩৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফন্ট



২১ জানুয়ারি সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফন্টের ৩৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ২২ জানুয়ারি আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনাসভায় সভাপতিত্ব করেন ছাত্র ফন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি, আল-কাদেরী জয় ও সঞ্চালনা করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন প্রিন্স। আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, ছাত্র ফন্টের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক রুখসানা আফরোজ আশা, অর্থ সম্পাদক মুক্তা বাউড়ে, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক শোভন রহমান, সদস্য সুস্মিতা মরিয়ম ও রাজিব কান্তি রায়। আলোচনাসভা শুরু আগে একটি বর্ণাঢ্যর্যালি রাজু ভাস্কর্য থেকে শুরু হয়ে শামসুন্নাহার হল, রোকেয়া হল, মধুর ক্যান্টিন প্রদক্ষিণ করে রাজু ভাস্কর্যের এসে শেষ হয়।

আলোচনায় কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ বলেন, করোনা বিপর্যয় মোকাবিলায় সরকার চূড়ান্ত ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। মানুষের ভ্যাকসিন নিয়ে উদ্দিগ্ন উৎকর্ষা থাকলেও যখন তা হাতে এসেছে, তখন সেটা কীভাবে কবে বিতরণ করা হবে তার স্পষ্ট কোন পরিকল্পনা নেই। মার্চ মাস থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ আছে। সেগুলো কবে কীভাবে খুলবে তার কোন পরিকল্পনা নেই।

করোনাকালে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কীভাবে কাজে লাগানো যাবে, করোনা মোকাবিলায় কী গবেষণা হবে, তার কোন উদ্যোগ নেওয়া হল না। এটা লজ্জাজনক। স্কুল কলেজের বেতন-ফি মওকুফ করা হয়নি বরং নামে বেনামে নানা ফি নেওয়া হচ্ছে। শিক্ষার্থীদেরকে ঋণ দেওয়া হবে বললেও তার কোন বাস্তবায়ন নেই। এগুলোর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে হলে আজকে চাই সঠিক বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও রাজনৈতিক চর্চা। সেটা গড়ে তুলবার জন্যই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে ছাত্র ফন্ট লড়াই অব্যাহত রেখেছে।

কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন বলেন, ৩৭ বছর আগে ছাত্র ফ্রন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সর্বজনীন বিজ্ঞানভিত্তিক সেক্যুলার একই পদ্ধতির শিক্ষার আন্দোলন গড়ে তোলার দাবিতে এবং এই নামের মধ্য দিয়ে ঘোষিত হয়েছিল সংগঠনের লক্ষ্য, একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণ। তার জন্য ৩৭ বছর ধরে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট লড়াই করেছে, প্রয়োজনে আরও দীর্ঘ বছর লড়াই করতে হবে। আজকে করোনাকালে স্কুল কলেজ বন্ধ, জনগণের আয় কমে গেছে। অন্যদিকে নতুন কোটিপতি হয়েছে অন্ততপক্ষে ১০ হাজার। তারা মাস্ক, অক্সিজেন সিলিন্ডার, টেস্ট নিয়ে লুটপাট করেছে। এখন অবস্থা দাঁড়িয়েছে টাকা যার শিক্ষা তার, টাকা যার টিকা তার। আমরা এই নিয়ম মানি না। সুতরাং আজকে শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব রাজনীতিকে গালি দেওয়া নয়, রাজনীতি থেকে দূরে থাকা নয়, এই সমস্ত গণবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা।